সূরা মাউন
বা
যতকিঞ্চিতের তাৎপর্য
সৈয়দ ওয়েস

প্রকাশক ঃ

সৈয়দ ওয়েস
বাগনান
হাওড়া ।

২৫শে সফর, ১৪১৮ হিজরী

মূল্য ঃ ৪ টাকা

মুদ্রক ঃ

সেখ আক্রাম হোসেন
সামিমা আর্টপ্রেস,
নজরপুর, বাগনান,
হাওড়া ।

কিছু কথা

মানুষ স্বভাবতই ধর্মপ্রবণ। মানুষকে ধর্মবিরোধী বানানোর প্রচেষ্টা তাই যুগে যুগে ব্যর্থ হয়েছে। এ যুগেও সনাতন মৌলবাদী মূর্খরা বৈজ্ঞানিক যুগের সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে এ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রাচীন ভারতে আজীবকরা এ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ভাগ্যহত শয়তানের শাগরেদরা শুধু ধর্ম বিরোধিতার পথই অবলম্বন করেনা তারা ধর্মের নামাবলী পরেও মানুষকে আসল ধর্মের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই ধর্মের নামে অধর্ম ও অপধর্মও তারা সৃষ্টি করেছে। তাই অধর্ম ও অপধর্মকে না চিনলে ধর্মের নামে সরল সাদাসিদে মানুষ অধর্মও অপধর্মেরই শিকার হয়েছে যুগে যুগে। সরলতা একটা ভাল গুণ কিন্তু সরলতার সাথে যদি সতর্কতা না থাকে তাহলে হতভাগ্য শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সাধারণ মানুষের ইহ-পরকালে ভাগ্যহত না হয়ে উপায় নেই। এই অধর্ম ও অপধর্মের স্বরূপ বিবৃত হয়েছে সূরা মাউনে। অধর্ম ও অপধর্মকে না জেনে, না বুঝে কেউ ধার্মিক হতে পারেনা, কেননা ধর্মকে রক্ষা করতে হলে এটা অপরিহার্য। অন্য ধার্মিক তো দূরের কথা মহাধার্মিক মহানবীকেও (দঃ) অধর্ম, অপধর্ম, এ সবের প্রতি-নিধিত্বকারীদের সম্পর্কে লক্ষ্যারোপ করতে বলা হয়েছে মহাজ্ঞানী

ও মহামঙ্গলময় নিখিল স্রষ্টার তরফ থেকে। তাই এ ব্যাপারে স্বভাবতই ধর্মপ্রবণ মানুষের সদা সচেতন প্রচেষ্টা চালান দরকার। ধার্মিক মানুষদের কল্যাণকামী মহান অল্ল (ভারতীয় ভাষা) আল্লা (আরবী) অল-মাইটি (ইংরেজী) সর্বশক্তিহীন শয়তানের উপাসকদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন যাতে আমরা প্রতারিত না হই। যারা ধর্মীয় প্রতারণা, ধর্মের আফিমের নেশা থেকে নিজেদের বাঁচাতেচান তাদের জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা মহান স্রষ্টাকে তুষ্ট করার জন্য। এই ধর্মভ্রষ্টতার যুগে একটা মানুষও যদি এ থেকে উপকৃত হন তাহলে আমরা আমাদের সকল শ্রমকে সার্থক জ্ঞান করবো।

— বিনীত লেখক

সুরা মাউন বা যৎকিঞ্চিতের তাৎপর্য

পটভূমিকা

ইসলাম কাবা-কেন্দ্রিক ধর্ম। কাবার মালিক আল্লাহ্। কাবা ভাঙতে এসে নকল ব্রাহ্মণ আবরাহা (আবরাহা ইবরাহীমের (আঃ) আবিসিনিয়ান অপভ্রংশ্য ধ্বংস হয়ে গেল। এই কাবার সেবাইত হবার কল্যাণে সারা আরবে মক্কার বিকৃত ইবরাহীমপন্থী বা ব্রাহ্মণদের বিরাট প্রভাব ছিল। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যপথের মাঝখানে ছিল তাদের অবস্থান। তারা শীত ও গ্রীষ্মের মওসুমে দুদিকে বাণিজ্যে লাভবান হতো। কাবার সেবাইত হবার কারণে আরবজাহানে তাদের বাণিজ্য কাফেলা ছিল নিরাপদ অথচ তারা কাবার প্রভুকে ভুলে নক্ষত্রপূজা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি ছিল কাবার প্রভুর দান, অথচ তারা সেই খোদার পূজা করতোনা। তারা নিজেদের মুসলিম বা আল্লাঅন্তপ্রাণ বলতোনা বরং তারা নিজেদের কোরেশ বলতো। কোরেশ ছিল পারস্য খোরেশ, খসরুর আরবীরূপ। তারা নিজেদের আরবের কাইসার ও কিসরা ভাবতে শুরু করেছিল। তাই এই কোরেশদের সম্বোধন করে সুরা কোরাঈশ অবতীর্ণ হয়েছিল। এই কোরেশদের সর্দার ছিল আবুজেহেল, আবুসুফিয়ান প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ। এরা কাবার

প্রভুর এবাদত আরাধনা করতোনা, অথচ তার শরীক হিসাবে ঠাকুর দেবতা খাড়া করে শোষণের জাল বিস্তার করে রেখেছিল। তারা না ছিল খোদাপ্রেমিক আর না ছিল মানবপ্রেমিক। তাদের বিকৃতধর্ম তাদের আল্লাহ ও মানুষের দুশমন বানিয়ে দিয়েছিল। তাদের কাছে প্রকৃত ধর্ম ছিলনা, ছিল ধর্মের নামে অপধর্ম। এই অপধর্মের বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিল আবুজেহেল। ছল, বল কল (কলা) কৌশল (ডিপ্লমেসী) ছিল তার গাইডিং প্রিন্সিপাল। সুরা মাউন হলো এমন একটা সুরা যাতে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মোল্লাতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মক্কায় ব্রাহ্মণ্যবাদের সর্দার ছিল স্বয়ং রসুলের চাচা আবুজেহেল (মূর্খতার জনক)। সত্যপন্থীরা তাকে আকাট মূর্খ বলে সম্বোধন করতো। সে মনে করতো এই দুনিয়ার ভোগসুখই একমাত্র কাম্য। যে কোন উপায়ে শোষণতন্ত্র কায়েম করে মানুষকে শোষণের অক্টোপাশে বেঁধে রেখে সকলের উপর সর্দারী বজায় রাখাটাই ছিল তার কাছে ধর্ম। এজন্য সে নীতিনৈতিকতাহীন অবৈধ ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতো। অজ্ঞান আবুজেহেল মৃত্যুপথযাত্রীদের কাছে গিয়ে তাদের সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাদের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করতো। ফলে অনাথ-এতিমরা ভিখারীতে পরিণত হতো। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এই বঞ্চিত মানুষের 'Cause' কে আল্লার পথে সংগ্রাম বিবেচনা করে আবুজেহেলের কাজের প্রতিবাদ জানান। তাকে এই অনৈতিক অবৈধ শোষণের পথ থেকে বিরত হওয়ার জন্য আল্লাহ ও পরকালের ভয় দেখান।

আবুজেহেল এই সদুপদেশে কান না দিয়ে পাল্টা এই অভিযোগ করে যে এসবই ধাপ্পা অর্থাৎ মৌলবাদী কথাবার্তা। মহান আল্লাহ নবীর কাজের সমর্থনে আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকারকারী শয়তানের এজেন্ট শোষক ব্রাহ্মণ্যবাদী আবুজেহেলের ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতার নগ্নচিত্র তুলে ধরেছেন। এটা শুধু আবুজেহেলের নয়, সর্বকালের আবুজেহেলপন্থীদের চিত্র। সূরা মাউনের দুটি অংশ। একটি অংশ মক্কায় আর অপর অংশটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এজন্য এ সূরা মক্কী না মদনী এ নিয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রথমাংশ কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আবু-জেহেল ও শেষাংশ বাহ্যত সত্যগ্রহণকারী আবুসুফিয়ান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে বলা হয়। কাফের ও মুনাফেক অন্তরের দিক থেকে একে অপরের নিকটে, কিন্তু বাহ্যতঃ তাদের মধ্যে ফারাক থাকে। একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের বাইরের লোক অন্যজন মুসলিম সম্প্রদায়যুক্ত লোক। উভয়েই অর্থগৃধ্নু ও ভোগী দুরাচারী। উভয়েই কর্মফলে অবিশ্বাসী। কেয়ামতে মহাপ্রলয়ের পর হিসাব - নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কারের যে দর্শনের উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে রয়েছে উভয়েই সে ব্যাপারে অবিশ্বাসী অন্তত তাদের কার্যকলাপ তা প্রমাণ করে।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা চিরদিনই শোষক ও পাপাচারী। তাই পরকালতত্ত্বে তারা বিশ্বাস করেনা। পরকালে বিশ্বাস পাপাচারের পথে প্রধান বাধা। সেজন্য সব শোষকই পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে থাকে। আবুজেহেলও পরকালে অবিশ্বাসী

ছিল, আবুসুফিয়ান সম্ভবত সংশয়বাদী ছিল অথবা তার প্রত্যয় দৃঢ় ছিলনা অথচ ইসলামের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হচ্ছে পর-কালের প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস। এই দ্বিধাহীন বিশ্বাস ব্যতীত কেউ আল্লার জন্য ত্যাগী ও কর্মী হতে পারেনা তা তার ধনসম্পদ যতই থাক। মানুষের পরকাল বিশ্বাস যদি ত্যাগ ও কোরবানীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে মৌখিক বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। আখেরাতে বিশ্বাসী লোক নির্মম ও শোষক হতে পারেনা। কারণ আখেরাতে বিশ্বাসী লোক জানে কল্যাণ নিহিত রয়েছে দানশীলতায়। কল্যাণকে আরবীতে খয়ের বলে। ব্রাহ্মণরা দানের নামে এত বিরক্ত যে তারা পানে খাবার খয়েরকে খয়ের পর্যন্ত বলেনা (বাংলা মাধ্যমিক ব্যাকারণ, ডঃ বৈদ্যনাথ মুখপাধ্যায় পৃ-৬) বলে খদির। তারা বরং উল্টে এই প্রচার করে রেখেছে যে, 'হাজার টাকায় ব্রাহ্মণ ভিখারী'। দানধ্যান ব্রাহ্মণকে করলে তাতে পুণ্য নাকি হয় সর্বাধিক। তাই ব্রাহ্মণকে ভোজন ও দানধ্যান করা ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে বিরাট পুণ্য কাজ হিসাবে গণ্য হয়। গরীবকে ফাঁকি দেবার, তাকে নিঃস্ব করার জন্যই ধর্মের নামে এই অপধর্ম ব্রাহ্মণ চালু করে রেখেছে নিজে বড়লোক হবার জন্য। যে নিজেই পরভোজী সে অপরকে ভোজন করাবে কি করে? পরকালের শাস্তির দোহাইকে উপেক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মে পরকালে শাস্তি অথবা পুরস্কারের কোন বিধান নেই। তারা পরকালকে জন্মান্তরবাদে পরিণত করেছে। তাদের কর্ম-ফল মানে পরকালে শাস্তি অথবা পুরস্কার নয় বরং ভিন্ন

যোণীতে আশ্রয় গ্রহণ করে পৃথিবীতে ভোগের জন্য ফিরে আসা মাত্র। এ শুধু পরণের কাপড় পরিবর্তনের মতো দেহ পরিবর্তন মাত্র। ব্রাহ্মণ জন্মগতভাবে ব্রহ্মার অংশ, তার মুখপত্র হওয়ার জন্য তার নরকদর্শনের প্রশ্ন নেই। অন্যেরা ব্রাহ্মণ সেবা করে পরজন্মের দায় থেকে মুক্ত হতে পারে। তারা দান করলেও নিজেদের মধ্যে করে। অন্যকে কিছু দেওয়াকে তারা নিজেদের মর্যদার খেলাপ মনে করে। তারা সমাজকে এমনভাবে জাত-ব্যবস্থার যাঁতাকলে বেঁধে রেখেছে যে অচ্ছুতকে পিপাসার পানিও দিতে চায়না। তাদের জন্য জলও অচল। তারা এক কূপ বা নলকূপ থেকে ছোটজাতদের পানিও নিতে দেয়না। তাদের ছায়া মাড়ানও পাপ। প্রতিবেশীসুলভ পারস্পরিক লেনদেনকে তারা হারাম করে রেখেছে। শূদ্র, গোলাম ও ক্রীত দাসদের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিল অমানুষিক। ইসলাম এই বর্বরদের মানুষ হবার আহবান জানিয়েছিল। ব্রহ্মা বা ইবরাহীম এক-মেবাদ্বিতীয়মে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে পরকালতত্বে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁর অধস্তন পুরুষরা এতদূর অজ্ঞতাপ্রাপ্ত হয়েছিল যে, একেশ্বরবাদ, পরকালতত্বকেও বিকৃত করে ফেলেছিল। এই নরাধমদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পর বাধ্য হয়ে জানমাল বাঁচানোর জন্য বা অন্য কোন কারণে মু বাহ্যত মুসলমান হয়েছিল তাদের আন্তরজীবন পূর্ববৎ বখিল রয়ে গিয়েছিল। তারা ধনগর্বী হলেও দানশীল ছিলনা। ভোজনপূর্ব ও পেটুক হলেও অনাথ অসহায়দের পানে ফিরে তাকাতনা। ভারতে এই

অবস্থা আজও বিরাজ করছে। ভারতে ৭০% লোক গরীব নয়, গরীবী সীমার নীচে। এদের চালচুলো নেই। এই সর্বহারাদের রাজত্ব করে দেবার নাম করে তাদের ভোটে তাদের উপর রাজা হয়ে তাদের বনাঞ্চল থেকে উৎখাত করা হয়েছে। হুকার ও গয়লা উচ্ছেদ সাম্প্রতিককালের ঘটনা। তারা জনমজুরের বেশে দেশে দেশে দারাপুত্রপরিজন থেকে বিছিন্ন হয়ে অমনুষ্যতের জীবনযাপন করছে। তারাই আজ বাধ্য হয়ে ঝাড়খণ্ড, গোখা-ল্যান্ড দাবী করছে। বাবুরা বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে পুলিশ-মিলিটারী লেলিয়ে দিচ্ছে। সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে। এসব পরকালতত্ত্বে অবিশ্বাসের ফল। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে এ ধরণের লোকেরা শাসন ক্ষমতা পেলে লোকদের একটা কাণা কড়িও দেবেনা (সুরা নেসা) সুরা মাউন তাই আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। যারা পান-পানি, খানাপিনা সব অচল করে রেখেছে, যারা সামান্য একটু আগুন, নুন প্রভৃতি দিতে চায়না এই কশাইদের ইসলাম মুসলমান বলতে নারাজ যদিও সে নামাজও পড়ে। নামাজপাঠও পরকালবিশ্বাসের দাবী হিসাবে গণ্য হবেনা যদি এ নামাজ তাকে প্রতিবেশীর প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করতে না পারে।

অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে হুঁশিয়ারী প্রদান করে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বিচারের দিনকে মিথ্যা মনে করে তুমি কি তাকে দেখেছ? সে তো সেই যে নিরাশ্রয়কে গলাধাক্কা দেয় এবং বঞ্চিতকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয়না।' আবুজেহেল প্রসংগে

এ আয়াত অবতীর্ণ হলেও এ নিত্যকালের আবুজেহেলদের চিত্র। যারা মন্দিরে মন্দিরে সোনাদানা জমা রেখে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে চুরি করে, নেতাদের মূর্তি নির্মাণ আর ঠাকুর দর্শন করে বেড়াচ্ছে আর Over-taxation এ জনগণকে জর্জরিত করছে, রুটি, কাপড় আর মাকান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা কি জনগণকে কিছু না দিয়ে জনগণের 'বাপখেলে ধর্মকেও' অকেজো করে দেয়নি? এদের তো আবুজেহেলের সাথেও তুলনা করা পাপ। সে এতটা নীচে নামেনি।

দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, 'সেই নামাজীদের জন্য করুণা হয় যারা নামাজের মর্ম সম্বন্ধে অসচেতন এবং যারা প্রদর্শনী-মূলক নামাজ পড়ে এবং কিঞ্চিৎ দ্রব্যাদিও দিতে নারাজ। নামাজ পড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল বদগুণ বিদূরিত করা। কৃপণতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বদগুণ, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় না হওয়াও একই অপরাধ। কবি নজরুল ইসলামের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন এর ভাল ব্যাখ্যা :—

নামাজ রোজার শুধু ভড়ং
ইয়া উয়া পড়ে সেজেছ সং,
ত্যাগ নেই তোর এক ছিদাম
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কর জড়
ত্যাগের বেলাতে জড় সড়,
তোর নামাজের কি আছে দাম?

এ চিত্র থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা খোদাপ্রদত্ত

মানবাধিকার, দুর্বলকে ভোগ করতে দেবেনা। তারা বরং দুর্বলের মানবাধিকার ছলে বলে কলে কৌশলে হরণ করবে। মানবাধিকার লংঘনই তাদের ধর্ম। মানবাধিকারের দাবীদারদের তারা তাদের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মনে করে তারা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাকে অসত্য বলে উড়িয়ে দেবে আর দুর্বলের, নির্যাতিত মানুষের রক্ষক সেজে ভোট নিয়ে গদ্দীনসীন হয়ে তার ভক্ষক হয়ে যাবে এবং ন্যাশনাল কেকের ভাগ চাইলে তাকে, সেই গার্জেনহীন, নেতৃত্বহীন অসহায় জনগণকে পুলিশ মিলিটারী দিয়ে গলাধাক্কা দেবে। তারা জনগণের নামে দেশ-শাসন করলেও দলিত, মজলুম, অধিকার বঞ্চিত মানুষদের সমান প্রশাসনিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার দেবেনা। তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, দলিতদের, ওবিসিদের নানা অজুহাত দেখিয়ে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, এমনকি সংবিধান প্রদত্ত মানবিক অধিকারও হরণ করবে। ন্যায়ধর্মের প্রসংগ তুললে 'সেকেলে ধারণা' বলে অগ্রাহ্য করবে অথবা ছলনার আশ্রয় নেবে। এটা সেদিনও যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য হয়ে রয়েছে। তারা সেদিনও অহীকে ন্যায়দর্শনের ভিত্তি হিসাবে মানতে অস্বীকার করেছিল. আজও করছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদের তল্পীবাহক মোল্লারাও তাদের থেকে কিছু-মাত্র কম নয়। তফাৎ শুধু এতটুকু যে মোল্লাতন্ত্রীরা নামাজ পড়ে আর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা নামাজ পড়েনা অথচ উভয়ে মিলিত ভাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদলে সামিল থাকে। এই নকলী নামাজীদের

জন্য দুঃখপ্রকাশ করে খোদা বলছেন এরা ধার্মিকরূপে পরিচিত হবার জন্য নামাজ পড়ে নতুবা রহমানুর রহীমের নিষ্ঠাবান অনুসারীরা কিভাবে গরীব, মিসকীন, দলিত, নির্যাতিত, অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য সংগ্রাম না করে পারে। সত্য নবী, সত্য নামাজী তাই আল্লার অধিকারের ব্যাপারেও যেমন সচেতন তেমনি মানুষের অধিকারের ব্যাপারেও সচেতন কিন্তু মিথ্যা নামাজীরা লোকদেখানো নামাজ পড়েই খালাস। তার পরে সে ব্রাহ্মণ্যবাদের তল্পীবাহক দুনিয়ার কর্তা। এই নামাজী মোল্লাতন্ত্রীরা তাই আল্লার রহমত ও নাজাত কোনটাই পাবেনা। আল্লার রহমত ও করুণা পাবে সে যে নবীরন্যায় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হয়ে নামাজী হবার সাথে অধিকার বঞ্চিত দলিত জনতা বা মুস্তাযায়েফীনদের জন্য সংগ্রাম করবে।

এই পটভূমিকা সামনে রেখে সূরা মাউন পড়ুন তাহলে আপনি নিত্যকালের ব্রাহ্মণ্যবাদও মোল্লাতন্ত্রের চিত্র দেখতে পাবেন। মহান আল্লাহ নবীকে সম্বোধন করে বিশ্ববাসীকে বলছেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছ যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় (কেননা এটা তার অবৈধ স্বার্থ সঞ্চয়ের পথে বাধা)। এই লোক অভিভাবকহীন জনতাকে গলাধাক্কা দেয় এবং নিঃস্বদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থায় অনাগ্রহী। সেই নামাজীদের জন্যও আফসোস যারা তাদের নামাজের মর্ম সম্বন্ধে গাফেল কিন্তু বাহ্যত নামাজী অথচ জনতার আর্থিক অধিকার সম্পর্কে নিরুত্তাপ।'

এই পাথরমনা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী ও তাদের তল্পীবাহক মোল্লা-তন্ত্রী নামাজীরা যদি আল্লাহ ও পরকালের কথা ভেবে আমজনতার মানবিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পুনর্বহাল করার জন্য সংগ্রামশীল না হয় তাহলে তারা আগুনে জ্বলবে। শুধু নামাজ শুধু ভক্তিবাদের আবেগ, বাস্তব বিমুখ ভক্তিবাদ কোন কাজে আসবেনা। নজরুল ইসলাম এই কোরাণী সত্যই তুলে ধরেছিলেন তাঁর এক কবিতায়,

"তব মন্দিরে-মসজিদে প্রভু নাই মানুষের দাবী
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী
কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙ্গে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার !
....
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভক্ত গাহে স্বার্থের জয়।"

ইসলাম অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়, লোকপ্রদর্শণীও এবাদত নয়। ধর্ম বহনযোগ্য জিনিস নয়। ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব লাভের বাহন। নামাজ পড়ে লোক যদি মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী না হয় তাহলে এ নামাজ অর্থহীন। নামাজী যদি কোরান পাঠ করেও আত্মসচেতন না হয়, যদি সে গাফেলই রয়ে যায় তাহলে নামাজের বোঝা বহন করে তার কি লাভ ?

আবুজেহেলরা ইবরাহীম (আঃ) বা ব্রহ্মার উপসনালয়ে দয়াময়ের উপসনা-আরাধনা না করে কাল্পনিক ঠাকুর দেবতার

পূজো করতো। তারা ব্যবসা-বানিজ্যের মালিক হওয়ার জন্য স্বচ্ছলও ছিল অধিকন্তু তারা ছিল শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায়। তারা টাকাকড়ি মানুষের জন্য খরচ না করে ঠাকুর-দেবতা, পূজা-আচারে, ভোগবিলাসে খরচ করতো অথচ মানুষ অভাবের তাড়নায় ক্রীতদাস হয়ে যাচ্ছিল, দেহদান করতেও বাধ্য হচ্ছিল। তাদের না খাবার, না মাথা গুঁজবার ঠাঁই ছিল। আজও সেই একই খেলা চলছে। দেবতা - নেতাদের মূর্তি ও বার্থ-কন্ট্রোলের কথা কেউ ভাবেনা; মূর্তিমেধ যজ্ঞ হয়না, হয় শিশুমেধ যজ্ঞ। পাথর পূজা করে করে, পাথরের মূর্তির গলায় মালা দিয়ে দিয়ে লোক পাথরমনা হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম তাই দয়াময়ের উপাসনা করে দয়াদ্রচিত্ত হবার কথা বলেছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে যাতে শূদ্র ও অচ্ছুত সমাজ বাঁচে। নামাজীও যদি দয়াময়ের এবাদত করে দয়াদ্রচিত্ত না হয়ে নির্দয় রয়ে যায়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী না হয় তবে তথাকথিত নামাজী মুসলমানের জন্যও নরকবাস অবধারিত কারণ ইসলামের অন্যতম মৌল লখ্য মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কল্যাণমুখী পরিবর্তন সাধন। যারা নবীর তরিকায় নামাজ পড়ে নবীর তরিকায় শের্কবাদী ও মুনাফেক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনা তারা এবাদত করেনা, অনুষ্ঠান পালন করে মাত্র। এ ধরণের নামাজীদের দ্বারা ইসলামের কল্যাণ আগেও হয়নি, এখনও হচ্ছেনা, আগামীতেও হবেনা। প্রকৃত নামাজীর চিত্র প্রদান করা হয়েছে সূরা কওসরে। সত্যসন্ধানী পাঠকরা আশা করি তা দেখে নেবেন।

অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম না মানুষকে খোদাপ্রেমিক বানায়, না মানবপ্রেমিক বানায়। ধর্মহীনতার উদ্ভব হয় এখান থেকেই। জ্ঞাণী লোকেরা ধার্মিক লোকদের প্রতি আস্থা হারায়। ক্রমে লোকে তাদের ঘৃণা করতে থাকে। ত্যাগ সেবার নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম হতে থাকে। এভাবে ধর্ম ও বাস্তবতা আলাদা হয়ে যায়। খোদাপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে যায় রাজনীতি ও ধর্ম. রাষ্ট্র ও চার্চ মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয়। এভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞান পৃথক হয়ে যায়। আইনাষ্টইন বলতেন ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম খাঁড়া। ধর্ম-বিজ্ঞান ও বাস্তব বিমুখ হলে ধর্ম কেবল ঊর্ধজগতের খেয়ালী কলপনায় পরিণত হয় আর বিজ্ঞান ও বস্তুপূজারীরা মানব সেবার নামে জনগণতান্ত্রিক রাষ্টেরে নামে মানুষের খাদেম, সেবক হওয়ার পরিবর্তে নীতিহীন চরিত্রহীন, চোর ও ডাকাতে পরিণত হয়। সমাজের এ হাল দেখে ভাল লোকেরা বৈরাগ্যবাদী হয়ে যায়। তারা বাস্তবজীবন, গৃহ-সংসার, সমাজ, রাজনীতির ত্রিসীমানা মাড়াতে চায়না। সমাাজ সংসার বিমুখ লোকের প্রাদুর্ভাব হলে কুমারী যুবতীদের ঘরবর পাওয়া যায়না। দেহের জ্বালায় তারা 'উঠ্‌লো বাই তো কটক যায়' এর নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয় (কটক বা উড়িষ্যায় সূর্যমন্দিরে কামকেলীর লীলা দেখে মেলায় ধর্ষিতা হয়ে বাড়ী ফিরতে বাধ্য হয়)। সমাজ এসব জেনেও না জানার ভান করে। সাধুবাবারাও এসব মেয়েদের ভক্তি বিলায়। মেয়েরাও তাদের ভক্ত হয় এবং শেষপর্যন্ত কেলোর

কীর্তি করে। এসব গোপীলীলার ফলে যদুবংশ ধ্বংশ হয়। আজ ভদ্রসমাজের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের কল্যাণে এড্স্ হাজির। এই স্বামী ও মিসসিসটারদের কাছে রাজনৈতিক পান্ডারাও যাতায়াত করে। এদের পায়ের ধুলো নেয়, অবৈধ কালোটাকা তোলা দেয় যাতে পরকালে মোক্ষলাভ হয়, যাতে সাধু বাবুজীদের সুপারিশে পগার পার হওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের একাংশও এই ভ্রান্ত ধার্মিকতাবোধের শিকার হয়ে সাধু-দরবেশ হয়ে আর্থ-সামাজিক দায় দায়িত্ব, রাষ্ট্রবিপ্লবের দায় দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। তারা নজরানা পাচ্ছে আর গরীব প্রতিবেশীরা মাউনও পাচ্ছেনা। তারা বেগার শ্রমিক হচ্ছে, রাজনৈতিক দাদাদের মস্তান হচ্ছে। রামের শত্রু শ্যামকে কাটছে। নারী হরণ, ধর্ষণ, খুন, জখম নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধার্মিক লোকেরা নামাজ পড়েই চলেছে। অন্য লোকদেরও মাথায় টুপি পরিয়ে সমাজ বিমুখ বানিয়ে দিচ্ছে। খালি পরকালের পগার পার করাচ্ছে।

এই দুর্ভাগ্যজনক নামাজীর আবির্ভাব রুখবার জন্যই সুরা মাউন নাযিল হয়েছিল। খেলাফত ধ্বংস হয়েছিল এ ধরণের নামাজীদের কারণেই। হাকাম, মারওয়ানরা নামাজ পড়েই মুসলমানদের চোখে ধুলো দিয়েছিল। যারা হযরত আলী, হাসান হোসেনকে হত্যা করেছিল তরো তো সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ও নামাজী ছিল। নামাজ যে মুত্তাকী তৈরী করতে চেয়েছিল তা হয়নি। খেলাফত ধ্বংস হয়েছিল মুনাফেক নামাজীদের জন্যই।

যারা ইমাম আবূহানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম হাম্বলকে জুলুমের অক্টোপাশে বেঁধেছিল তারা ফেকাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। তারা নামাজ পড়তো আর টাকার থলি, পোষ্ট, পদ নিয়ে তাদের কাবু করার চেষ্টা করতো যেটা মহানবীকে (সঃ) অফার করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী ও মোল্লাতন্ত্রীদের প্রথম প্রচেষ্টা বল, দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ছল, তৃতীয় প্রচেষ্টা কল অর্থাৎ কলা বা আর্ট, শিল্প সাহিত্য, খেলাধুলা নর্তন কুর্দন ইত্যাদি আর চতুর্থ প্রচেষ্টা কৌশল বা ডিপ্লমেসী বা কূটনীতি। মুখে মধু মনে বিষ। আইনের অপপ্রয়োগই তাদের কাছে আইনের শাসন। পৃথিবীর যে কোন কোণ থেকে জাতিসংঘ পর্যন্ত মানবতার (?) মহান প্রবক্তাদের এ খেলা সতত সঞ্চারমান। এ পরকাল অবিশ্বাসের ফল। তাই এ ধরণের লোকেরা খোদাপ্রেমিকও নয়, মানবপ্রেমিকও নয় বরং নররূপী শয়তান। এই বরাহ-অবতাররা আবুজেহেলের মতই হৃদয়-হীন একগুঁয়ে। কূর্ম-অবতারের মতই অচল, নট নড়ন চড়ন। এরা ধর্মের দ্বালা পরলেও স্বস্থান থেকে একচুলও সরেনা। কবির ভাষায়,

"ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কী খেলায় হাড়ে
মানুষে না মেরে প্রথমে ইহারা মনুষ্যত্ব মারে।
শিক্ষাদীক্ষা - সভ্যতা বলি তিলে তিলে মারা বিষ
প্রতিটি শিশুরে পিয়ায় অহর্ণিশ।"

কোটি কোটি অনার্য মানবসন্তানকে কত সুন্দরভাবে আত্মবোধ-হীন, আত্মমর্যাদাহীন, হীণমণ্য ও মনুষ্যত্ববোধহীন, মানবাধিকার-হীন করে রেখেছে ধর্মের আফিম গিলিয়ে। এদের পূর্বে শিক্ষা,

ক্ষমতা, ব্যবসাবানিজ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এখনশিক্ষা দিতে বাধ্য হলেও কুশিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। শক্তি ও ক্ষমতা-লাভ হয় যে শিক্ষার নামে তা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তারা যাতে ক্ষমতার ভাগ না পায় সেদিকে তীখ্ন নজর রাখা হয়েছে। এ হচ্ছে এক সূক্ষ্ম প্রতারণা। আল্লামা ইকবালের ভাষায়, 'হয় প্রতারণাই সূক্ষকলা কুটনীতি।' আবুজেহেলের এ গুণ ছিল। এজন্য তার অনুচররা তাকে আবুল হাকাম বা জ্ঞাণী-শ্রেষ্ঠ বলতো। পবিত্র কোরান তাকে ফ্যারাও হিসাবে চিত্রিত করেছে। এরা মানুষকে জ্যান্তমড়া করে রাখে। এরা মানুষের জন্য আজও বৈজ্ঞানিক যুগে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেনি (জল অচল) সামান্য আগুনেরও ব্যবস্থা নেই (লোডশেডিং) নুন ভাতের ব্যবস্থাও নেই (৭০% দারিদ্র সীমার নীচে)। আজও জনগণ মাউন (পানি, আগুন, নুন) থেকে বঞ্চিত তবুও এদের জয়গানে মুখর মিছিলের বানরসেনা কারা, এই বঞ্চিতরাই। তাদের কারোর মাথায় টুপি আর কারও মুখে রাম কিন্তু তবুও বিধি বাম। মহানবীর মতো সত্যিকার 'ইবাদুর রহমান' না হলে এ দুঃখ ঘুচবেনা। রাম-রহীমের নাম নিয়ে রাব্বুল আলামিনকে (রাম্বণকে, রবকে) ঠকানো যাবেনা এই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সূরা মাউনে। এ ধরণের ধার্মিকতার পরিণাম তাই হবে যা আবুজেহেলের পূর্ব-সূরী ও উত্তরসূরীদের হয়েছে। সূরা কওসরে বলা হয়েছে এই ধনেপুতে লক্ষীলাভ করনেওয়ালারা সব হারাবে এমনকি বংশে বাতি দিতেও কেউ থাকবেনা। আজও কি এটাই ঘটছেনা। পর-কালে জাহান্নাম তো আছেই। তাই সত্যিকার নামাজী হবার জন্য পরবর্তী সূরায় নবীকে তথা সত্যপন্থীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। মেহেরবাণী করে সূরা কওসরের তাৎপর্য পাঠ করুন।

— কিঞ্চিত কথা —

আমি লেখকনই, লেখক ছিলামনা, ছিলাম সাধরণ মাষ্টার তবে নামাজ পড়তাম কিন্তু কি পড়তাম বুঝতামনা। সবাই যে দশটা সূরা সাধরণত পড়ে আমিও তাই পড়তাম। বয়স বাড়ার সাথে কৌতূহল জাগলো। ধর্মীয় পুস্তক পড়তে পড়তে ধর্মালোচনা শুনতে শুনতে এ দশটি সূরা বুঝতে শুরু করলাম। আমার প্রথমপুস্তক সূরা কওসরের ভূমিকায় এই দশটি সূরার তাৎপর্য প্রকাশের কথা বলেছিলাম। প্রথমে লেখা উচিত ছিল সূরা ফীল, কোরাঈশ ও মাউন কিন্তু আবেগের বশে লিখে ফেললাম কওসর। তাই এখন সূরা কওসরের পিঠ দলীল সূরা মাউন উপহার দিলাম। বিনিময়ে আপনাদের দোয়া ও নেকনজর প্রার্থনা করছি। সালাম সমস্ত আম্বিয়া কেরামদের উপর আর সকল প্রশংসা মহান আল্লার যিনি নিখিল বিশ্বের স্বামী।

কিঞ্চিত কৃপাপ্রার্থী—

সৈয়দ ওয়েস